টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
( দাদাঠাকুর )

কর্ম্মক্লান্ত শরীরে মানুষ যখন
ঝিমিয়ে পরে তখন প্রয়োজন হয়
একটু উৎসাহের
সেই উৎসাহ জুগিয়ে দেবে
★★
★
চা ভাণ্ডারের চা
হেড অফিস—রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ব্রাঞ্চ — রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা

৫৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই পৌষ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 24th Dec. 1969 { ২৯শ সংখ্যা


সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দীর্ঘকালীন দুরারোগ্য ও জটিল
ব্যাধিগ্রস্তেরা হতাশ হইবেন না। বিশেষ
যত্নের সহিত চিকিৎসা করা হয়। সাক্ষাৎ করুন।
ডাঃ তপোময় চৌধুরী, এম-এ
রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথ
নীলরতন কলোনী, রঘুনাথগঞ্জ।



স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

বঙ্গ জননীকা সন্তান বহু বহু
গণনামে নাহিক ওর ;
মিঠি মিঠি বাৎ শুনি
ক্যায়সে ঠাওর করি
কোন্ জন সাধু কোন্ চোর।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

## অশান্তি কোথায় নয় ?

—০—

এই রাজ্যে রাজ্যের অশান্তি একের পর এক আসিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেকটি অশান্তি স্ব স্ব মূর্ত্তিতে প্রকট, আর তখনই মনে হয়, এ জট বুঝি খুলিবে না। 'গেল গেল' ভাবটা অবশ্য ভাগ্যের দোহাই-এ কাটিয়া যাইতেছে। আবার নিত্যনূতন ঝামেলা দানা বাঁধিতেছে। ধানকাটার হাঙ্গামা-হুজ্জৎ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য নাকি ব্যবস্থা করা হইতেছিল। কিন্তু ধানকাটার মরশুমে নানা জায়গায় সংঘর্ষ, জখম ও নিহত হওয়ারও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে গান্ধীনগরে সিণ্ডিকেটপন্থী অর্থাৎ বিরোধী কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। খবরে জানা যায় যে, গান্ধীনগরে এই অধিবেশনে খুব একটা হৈ চৈ, উৎসাহ-উদ্দীপনা নাই ; রাস্তাঘাট, জল-সরবরাহ, বৈদ্যুতিক বাতি প্রভৃতির নানা অসুবিধা সেখানে। বলা হইয়াছে 'নিরানন্দময় গান্ধীনগর'। বিবেকপন্থী কংগ্রেস ইহাতে কতটা উল্লসিত জানি না ; তবে কংগ্রেস দলের দ্বিধারা কংগ্রেসের নির্ধারিত স্রোতকে অনেকটা মন্দীভূত করিয়াছে সন্দেহ নাই। বিবেকপন্থী কংগ্রেসের অধিবেশন কেমন হয়, তাহার উপর নির্ভর করিবে কংগ্রেসীদের রায় কোন দিকে।

খেলার মাঠের অশান্তি বলিতে এতদিন ফুটবল খেলা সম্পর্কে চিন্তা করা হইত। কিন্তু ক্রিকেট যাহা রাজকীয় খেলা, তাহার মধ্যেও এই ভূত ঢুকিয়াছে। কলিকাতার ইডেন ময়দানে অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের ক্রিকেট দলের যে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলা হইল, তাহাতে কয়েকটি সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। আর ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী পরস্পর দোষারোপ চালাইতেছেন। আমরা ইহা বেকুব সাজিয়া শুনিতেছি মাত্র।

রাজনীতির আসর সরগরম দীর্ঘদিন হইতে। চৌদ্দ শরিকের এই রাজ্য দিনের দিন নৈরাজ্য অবস্থায় পড়িতেছে। শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর যুদ্ধ চলিতেছে। রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরে নানা গোলমাল ; বিশেষ করিয়া কলেজ অধ্যাপকদের বেতন হারের ঘোষণায় অসুবিধা প্রভৃতির জন্য শিক্ষামন্ত্রীর দীর্ঘসূত্রী মনোভাব, অকর্মণ্যতা দায়ী বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। শিক্ষামন্ত্রীর পালটা জবাব তৈয়ারী হইয়াছে। তাঁহার মতে মুখ্যমন্ত্রীর অর্থদপ্তর কলেজ অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে মীমাংসায় আসিতে দিতেছে না। অতএব এখন কথার যুদ্ধ চলুক, দৈনিক সংবাদপত্রগুলির খোরাক জুটুক ; আর শৃগালের দ্রাক্ষাফলসম বর্দ্ধিত বেতনহার শেষ পর্যন্ত অনভিপ্রেত হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যৎ কালের ব্যাপার। রাজনীতির লড়াই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে সরকার পরিচালনার পবিত্র কর্তব্য মার খাইতে বাধ্য। আমাদের চৌদ্দ শরিকী রাজ্যের ভাগ্যে কি আছে জানি না। কিন্তু এটা ঠিক যে, মানুষ দেখিতেছে তাহাদের সাধের যুক্তফ্রন্টের কাণ্ড-কারখানা।

উপসংহারে চলচ্চিত্রজগতে অশান্তির কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। হিন্দী ফিল্মের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে ও রুচির দাক্ষিণ্যে আমাদের রাজ্যের বেশীর ভাগ প্রেক্ষাগৃহ হিন্দী ফিল্ম 'বুক' করিয়া রাখে। আর তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের টাকা অন্যত্র 'বুক' করা হয়। তুলনায় বাংলা ছবি কত কম চলিতেছে। তাহার উপর ছবির মুক্তিপ্রাপ্তি লইয়া বিবাদ। বাংলা ছবি নির্মাণে নানা অসুবিধা। প্রধানতঃ অর্থভিত্তিক। কলাকুশলী, প্রয়োগশিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী—সকলেই বোম্বাইমুখী। কারণ সেখানে কাঞ্চনকৌলীন্য আছে। আর পশ্চিমবাংলায় সে সুবিধা তুলনায় অনেক কম। তবুও নানা ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া যদি বা দু'একখানি বাংলা ছবি নির্মাণের কাজ হয়, তাহা ঝগড়ার পাল্লায় পড়িলে এক মহাদুর্গতির পথে নামিতে বাধ্য। এ কথা যাঁহারা সংশ্লিষ্টমহলে আছেন, তাঁহাদের কি চোখে আঙ্গুল দিয়া বলিয়া দিতে হইবে ?

মোট কথা, এই সব অশান্তি রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। আর তাহাদের হাত হইতে মুক্তি কতদিনে হইবে কে জানে ?

---

## 'বড় দিনের' কলিকাতা

আগামীকাল খ্রীষ্টমাস—প্রভু যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। বেথলেহামের আস্তাবলে সেই আবির্ভাবের স্মরণে ২৫শে ডিসেম্বর সারা বিশ্বে পরমোৎসব। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের খ্রীষ্টমাস কলিকাতার সকল নাগরিকের বড়দিন।

এই 'বড়দিন' কলিকাতার নিজস্ব। এইদিনে উপাসনা আছে, অনন্দোৎসব আছে। তাহার সঙ্গে আছে খানাপিনা, পিক্‌নিক। দোকানে বাজারে বিশেষতঃ নিউ মার্কেটে এখন লোকারণ্য। কারণ বড়দিনের উপহারের ব্যাপারে ধর্মের প্রশ্ন নাই ; খ্রীষ্টমাস কার্ড আর কেকের দোকানে আনাগোনা বহুজনের।

---

## ফরাক্কায় ফসল রক্ষার সংগ্রামে মিছিল

গত ২৩শে নভেম্বর ফরাক্কায় জেসপ মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে কৃষকদের ফসল রক্ষার সংগ্রামে এক মিছিল ফরাক্কা ব্যারেজে পরিভ্রমণ করে শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষকে কৃষকদের ফসল রক্ষার সংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান জানান হয়।

শরিকি সংঘর্ষের আড়ালে জোতদার মহাজনদের স্বার্থ রক্ষার চক্রান্তের প্রতিবাদে শ্লোগান সহকারে ফরাক্কা নিউমার্কেটের কাছে পথ সভার মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

## হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

'হর্ষবর্দ্ধন কোথায় ?'—প্রশ্ন।

প্ল্যানচেট করুন, বুঝবেন। তবে শ্রীবাতুলেরটা কাগজে।

* * *

'ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে শোচনীয়তম ঘটনা'

—সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি।

পতৌদির নবাব কী বলেন ? ওয় স্যা হি কভী কভী হোতা হ্যায় ?

* * *

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীপাঠকের নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট উক্ত নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। —এ নাটকের প্রয়োজন ছিল কি ?

* * *

'আমরা যে-ঐক্য গড়ে তুলেছি, আমাদের সেই ঐক্যকে কিছুতেই ভাঙতে দেব না'—উত্তরবঙ্গ সফরকালে শ্রীজ্যোতি বসু।

কোন্ ঐক্য ? চৌদ্দ শরিকী ঐক্য যদি হয়, তার তো দফা গয়া।

* * *

এই শহরের মেথর সঙ্কটে কাতুখুড়ো বলছেন—খাটাপায়খানার বাড়ীগুলোতে টিকে থাকাও—দুর্ঘট।

* * *

'ট্রাক থেকে পাথরকুচিগুলো রাস্তার ধারে ঢালছে কেন ?' ছেলের প্রশ্ন।

অল্পগুড়ে মুড়কির মত ওগুলো নাম মাত্র পিচ মাখিয়ে রাস্তায় ঢালবে। দুদিন পরেই পাথরকুচি নিয়ে গুল্‌তি ছুঁড়তে পারবে।

---

## লটারী ঃ এক টাকায় দু'লক্ষ টাকা !

কুমারেশ ঘোষ

এতদিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কাজের কাজ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ-পুঙ্গবদের একটাকায় দু'লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদিনে সরকার বুঝিয়াছেন, বঙ্গ-পুঙ্গবরা সর্টকাটের রাজা, সবকিছুই ষ্টেজে মারিতে ওস্তাদ !

সর্টকাট পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে চায়, দিনে আড়াই ঘণ্টা কাজ করিয়া 'প্রমোশন' চায়, ব্যবসায় টাকা লাগাইয়া পরদিন মুনাফা চায়' – সবই চায় সর্টকাট !

এমন জাতির কাছে ফোকটে একটাকা দু'লক্ষ টাকা পাওয়ার 'যন্ত্র' রীতিমত মন্ত্রবৎ কাজ করিবে। বিশেষ করিয়া যে জাতি সব কিছু ভাগ্যের ঘাড়ে চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে !

কেহ যদি বলে, তোমার দেশ যে ভাগ হইল ?

আমরা কপাল দেখাইয়া বলি, ভাগ্য !

কেহ যদি বলে, তোমার ভাষা যে গেল !

আমরা আকাশ দেখাইয়া বলি, ভাগ্য !

কেহ যদি বলে, ব্যবসাপত্র যে গেল !

আমরা পকেট ঝাড়িয়া বলি, ভাগ্য !

কেহ যদি বলে, তোমার সমাজ, সাহিত্য বিষয়-আশয় সব যে গেল !

আমরা ম্লান হাসিয়া বলি, সব ভাগ্য সব ভাগ্য। সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া দিই : পুরুষস্য ভাগ্যং।

এমন 'ভাগ্যবান' বাঙ্গালী জাতির ললাটে লটারীর দু'লক্ষ টাকার লিখন যে জল জল করিতেছে —তাহার লক্ষণ আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

এই লটারীর কলে কারোর ভাগ্যে যদি 'শিকায় ছেঁড়ে'—তবে সে নিশ্চয়ই বলিবে, ভাই ভাগ্য !

আর যাহারা তাহা জুলজুল করিয়া দেখিবে—তাহারাও বলিবে, ভাই ভাগ্য ! এমন 'ভাগ্য-মার্কা' মজার কল বাহির করিয়া সরকার সবাইকে মজাইয়াছেন। আমি মজিয়াছি, তুমি মজিয়াছ, সে মজিয়াছে। সবাই একটাকা দিয়া দু'লক্ষ টাকা মজা পাইবার জন্য উৎসুক ! কী মজা !

কিছুই করিতে হইবে না। ভিক্ষা করিয়া (হ্যাঁ, ঐটিতেই আমরা করিৎকর্মা) একটি টাকা জোগাড় করিতে হইবে, 'জয় মা কালি' বলিয়া একখানা টিকিট কাটিতে হইবে এবং মা কালিকে এক মোটা গোছের মানতের ঘুস দিয়া—পরম আনন্দে নিদ্রাসুখ ভোগ করিলেই হইল ! তারপর কে বলিতে পারে —ভাগ্য পিয়ন সাজিয়া তোমার ঘরের কড়া নাড়িবে না ? ঘুম ভাঙাইয়া বলিবে না, আপনি ভাগ্যবান !

আমি তো মশায় সেই আশায় একখানা এই মজার কলের টিকিট কাটিয়াছি। ভাগ্য ফিরিলে মা কালিকে ঘুস তো দিবই—আপনাদের সকলকেই একদিন ফারপো-তে বা পাঞ্জাবীর দোকানের কষা মাংস খাওয়াইব। তবে সবই ভাগ্য !

আমার, আপনার এবং মাকালির !


## NOTICE

IN THE MATTER OF

**MIRJAPUR RESHAM SILPI SAMABAYA SANGHA LIMITED.**

P. O. Gankar, District Murshidabad.

AND

Bengal Co-operative Societies Act, 1940

Notice is hereby given that the Statutory Audit of the abovenamed Co-operative Society for the year ended 30th June, 1969 (Co-operative Year 1968/1969) has been taken up by the undersigned. All members, non-members, depositors, debtors, creditors and others having transaction with the Society are requested to have their respective balances as on 30th June, 1969, verified with the books of the Society during usual office hours within two weeks from the date of this Notice, at the Registered Office of the Society direct.

No separate verification slips will be issued by us.

Unless parties concerned notify the undersigned in writing, discrepancies, if any, found by them, balances as shown in the books of the Society on 30th June, 1969, will be taken as correct.

S. K. Das & Co.
Chartered Accountants.
2, Mission Row,
Calcutta—1

14. 12. 69


## বিজ্ঞপ্তি

"আগামী ২৮/১২/৬৯ তারিখ রবিবার বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির পুনর্গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হওয়ার যে দিন স্থির ছিল অনিবার্য্য কারণবশতঃ তাহা স্থগিত রহিল। নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচী পরে জানানো হইবে।"

মোঃ সোহরাব
প্রধান শিক্ষক।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B



শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮৩।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬


## দফাদারগণের অত্যাচারের প্রতিবাদে মিছিল

গত ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার জঙ্গিপুর শাখা আর, এস, পি র নেতৃত্বে মিঠিপুর ও আশপাশ অঞ্চলের কয়েক শত লোকের এক মিছিল জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে মহকুমা-শাসক মহোদয়ের অফিস যায়। তাদের দাবী—ঐ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক দফাদার গ্রামবাসীর উপর বিনা কারণে নানা অত্যাচার করছে। তারা জমি থেকে নানা-ভাবে ভয় দেখিয়ে ফসল আদায় করছে। লোকের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে টাকা পয়সা আদায় করছে। কেও তাদের কথা না শুনলে তার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে থানায় নিয়ে আসছে।

## জঙ্গিপুর পৌরসভায় হরিজন ধর্ম্মঘট

গত ১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে জঙ্গিপুর পৌরসভায় হরিজন কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে। সরকারের নির্দ্ধারিত সর্ব্বপ্রকার ভাতা দেওয়া স্বত্বেও ১৯৬৭ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী অন্তর্বর্ত্তীকালীন ১০ টাকা ভাতা দেওয়া হইতেছিল তাহা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ছয় মাস বাকী ছিল। ঐ ছয় মাসের টাকা আমদানী হইলেই মিটাইয়া দিবার অঙ্গীকার করা স্বত্বেও হরিজনগণ বিনা নোটীশে ধর্ম্মঘট শুরু করে। ১৯শে হইতে ২৩শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচদিন কাজ বন্ধ থাকায় শহরের জনগণের বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়াছে।